আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস - ভিন্ন পথে সিডনীর একুশে একাডেমী

-আব্দুল জলিল

ভাষা মানুষের আবেগ ও চিন্তা-চেতনা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। জন্মের পরপরই শিশু তার মায়ের সান্নিধ্যে থেকে যে ভাষা শিখে এবং যে ভাষায় তাঁর সাথে কথা বলে সেটাই তার মাতৃভাষা। ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে ছয় হাজারেরও বেশী এরকম মাতৃভাষা রয়েছে যার প্রায় অর্ধেক বিভিন্ন প্রভাবশালী ভাষার দাপটে আজ বিলুপ্তপ্রায় অথবা হুমকীর সম্মুখিন। মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ যত সহজ, সাবলীল ও বিচক্ষনতার সাথে নিজের ভাবনা, চেতনা, সাংস্কৃতি ও কৃস্টিকে রূপায়ন করতে পারে অন্য কোন ভাষায় তা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া, মানুষ অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করতে জানলেও মাতৃভাষা তার ঐ সকল ভাষায় বিচক্ষনতা, বুঝা ও উপলব্ধিকে আরো তরান্বিত করে (the teaching of the mother language together with an official national language enables children to obtain better school results and stimulates their cognitive development and their ability to study. -UNESCO)। মাতৃভাষা মানুষের সাংস্কৃতিক সত্ত্বারও মূল বাহক। এই সকল দিক বিবেচনা করে বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ও প্রভাবশালী ভাষার হুমকীর সম্মুখিন বিভিন্ন মাতৃভাষা সমুহকে রক্ষা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত সাধারন সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয় এই বিবেচনায় যে মাতৃভাষা সমুহের উন্নয়ন ও বিকাশে এটিই হলো সবচাইতে কার্যকর উপায়। এপ্রসঙ্গে ইউনেস্কোর মহা-পরিচালক বলেন "UNESCO recognized in 1999 the role of the mother tongue in the development of communication skills, concept formation and creativity, and the fact that mother tongues are the prime vehicles of cultural identity. Celebrating International Mother Language Day is meant to promote both personal development and cultural diversity of humanity." অর্থাৎ মানবজাতীর সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সমূহ ও ব্যক্তিগত উন্নয়নকে তরান্বিত করাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্য। এই দিবসের নানান কর্মকান্ডের আওতায় থাকবে ইউনেস্কোর সদরদপ্তর সহ জাতিসংঘের সদস্য দেশ সমুহে বিভিন্ন মাতৃভাষার প্রদর্শনী ও তার উন্নয়নে নানারকম কার্যক্রম গ্রহন। আর মাতৃভাষা উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রধান হিসাবে উল্লেখ করা হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহন করা। উল্লেখ্য, ইউনেস্কো তার সাধারন সম্মেলনে বিশ্বের কোন ভাষাকেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহন করেনি। তবে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালীদের আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিয়ে তারা এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে গ্রহন করে।

স্পস্টতই, ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উদ্দেশ্য ও মূল কার্য্যক্রম এবং বাঙ্গালীদের শহীদ দিবসের উদ্দেশ্য ও মূল কার্য্যক্রম কিছুটা সমার্থক মনে হলেও তাদের কাজের পরিধি সম্পূর্ন আলাদা। প্রথমটির দায়িত্ব কেবলমাত্র ইউনেস্কো এবং তার সদস্য রাস্ট্রসমূহই নিতে পারে। তবে দ্বিতীয়টির বেলায় কমিউনিটির যে কেউ অবদান রাখতে পারে এবং রাখাটা আমাদের সবার দায়িত্বই বটে। ইউনেস্কোর লক্ষ্য সমূহের ব্যপকতা ১৯৯৯ সালে

তার ঘোষনাপত্রেই স্পস্ট করা হয়েছে। এতে বলা হয়, "since the languages of the world are at the very heart of it's objectives and since they are the most powerful instruments for preserving and developing the tangible and intangible heritage of nations and nationalities, the recognition of this day would serve not only to encourage linguistic diversity and multilingual education but also to develop a fuller awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire international solidarity based on understanding, tolerance and dialogue." অর্থাৎ 'যেহেতু পৃথিবীর ভাষা সমূহ ইউনেস্কোর লক্ষ্য সমূহের প্রানকেন্দ্র এবং যেহেতু এ গুলিই হলো জাতি বা জনগোষ্ঠী সমূহের অনুক্রমিক এবং অনানুক্রমিক ঐতিহ্যের সংরক্ষন এবং উন্নয়নে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অবলম্বন, তাই এই দিনটির স্বীকৃতি শুধুমাত্র ভাষার ব্যপকতা ও বহু ভাষা শিক্ষাকেই অনুপ্রানিত করা নয়, পৃথিবীব্যপি ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রথা সমূহের প্রতি সকল মানুষের পূর্ন সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পারস্পারিক বুঝাপড়া, সহনশীলতা ও আলাপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বন্ধন সুদৃঢ় করা। আরো সহজভাবে বলা যায় যে বিলুপ্তপ্রায় ও ধংসের সম্মুখিন ভাষা সহ পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে পৃথিবীময় মানব গোষ্ঠীর বন্ধন জোরালো করাই হলো ইউনেস্কোর মূল উদ্দেশ্য। কোন একটি বিশেষ কমিউনিটির পক্ষে এ কাজগুলি করা অসম্ভবই বটে। তারপরেও কেউ করতে চাইলে, সেটা ছাগল শাবক দিয়ে গর্তে আটকানো একটি বিরাট লরিকে উদ্ধারের মতই কোন ব্যর্থ প্রচেস্টা হবে।

বাঙ্গালীর মহান শহীদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্য হলো ভাষার জন্য আত্মত্যাগী একগুচ্ছ তাজা প্রানের আত্মৎসর্গকে স্বরন করা তাদের অনুপ্রেরনাকে ধারন করে বাংলা ভাষার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা সাধন করা। সবার সদিচ্ছা এবং সহযোগীতা থাকলে বাঙ্গালী কমিউনিটির যে কোন সংগঠনের মাধ্যমে এই কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

বাঙ্গালীর শহীদ দিবসই হোক অথবা ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসই হোক ২১শে ফেব্রুয়ারীর একটি কমন টার্গেট আছে, আর তা হলো মাতৃভাষার উন্নয়ন। সেই বিচারে বাঙ্গালী কমিউনিটির কোন সংগঠন, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি শহীদ দিবস পালন না করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করতেই পারে। কিন্তু সেই পালন করাটা হতে হবে মাতৃভাষা বাংলার প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের লক্ষ্যে। কমিউনিটির আকার বিচারে সিডনীতে অন্যান্য এথনিক কমিউনিটির তুলনায় বাঙ্গালীরা এখনও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তবে কমিউনিটি সংগঠনের সংখ্যা বোধ হয় বাঙ্গালীদের সবচাইতে বেশী। বাঙ্গালীদের বেশ কয়েকটি সংগঠন সিডনীতে এবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের আয়োজন করেছে। কেউ ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, কেউ একুশ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে, কেউ বই মেলার মাধ্যমে, কেউবা আবার একুশে মেলার মাধ্যমে। তবে এবারের আয়োজনে সবচাইতে আলোচিত যে বিষয়টি সেটি হলো একুশে একাডেমীর 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ' -এর শুভ উন্মোচন। স্মৃতিসৌধের শৈল্পিক বিষয়াদি এবং বাঙ্গালীর অনুভূতির প্রতিফলন এতে হয়েছে কিনা এনিয়ে অনেক বিতর্ক থাকলেও কাজটি একটি শুভ কাজ বলে কমিউনিটির অনেকেই মনে করছেন। আর এই মনে করার পিছনে যে কারন গুলি কাজ করছে তা হলো, আমরা ধরে নিয়েছি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ' আমদেরই শহীদ মিনারের সিডনী মডেল এবং 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' আমাদের 'শহীদ দিবস' এর আন্তর্জাতিকিকরন। আসলে

ব্যাপারটি মোটেই তা নয়। ইউনেস্কো পৃথিবীর বিভিন্ন মাতৃভাষাসমূহ নিয়ে কাজ করে আসছে ১৯৬৬ সাল থেকে এবং তার পথপরিক্রমায় ১৯৯৮ সালে এসে তারা একটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। জাতিসংঘের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক এই সংগঠনটি পরিশেষে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর সাধারন সম্মেলনে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবনায় এবং মালোয়শিয়া ও ফ্রান্সের সমর্থনে ভাষার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র বাঙ্গালীদের মহান আত্মত্যাগের মাইলফলক ২১শে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে গ্রহন করে। উল্লেখ্য, তারা শুধু এই দিনটিকেই গ্রহন করে। ইউনেস্কোর Concept Papers, Resolutions এবং Declarations বাংলা ভাষা এবং তার জন্য জীবনদানকারী সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারসহ কোন ব্যাপারেই আর কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। সঙ্গতঃ কারনেই কতিপয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অতিবিপ্লবী বাঙ্গালী ছাড়া 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ' নিয়ে ইউনেস্কো বা জাতিসংঘসহ দুনিয়ার অন্য কারোই কোন আগ্রহ থাকার কথা নয়। যে কারনে একুশে একাডেমী জাতিসংঘের মহাসচিব থেকে শুরু করে NSW এর ছোটখাটো মন্ত্রী পর্যন্ত চেস্টা করেও কাউকেই এই স্মৃতিসৌধ উদ্ভোধনের জন্য রাজী করাতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাপারটি নিয়ে একুশে একাডেমীর নেতৃবৃন্দ প্রচন্ডরকম বাগাড়ম্বর করে পাশাপাশি ভাষাশিক্ষায় নিজেদেরকে সহায়ক ভূমিকায় না রেখে একাডেমীকে কমিউনিটির কাছে শুধু হেয়ই করেনি, বির্তকীতও করে ফেলেছে। স্মৃতিসৌধটি পৃথিবীর সর্বপ্রথম, এর মাধ্যমে সারা দুনিয়ার মানুষের মাঝে বাংলা ভাষাকে ছড়িয়ে দেয়া হবে, প্রথমে জাতিসংঘের মহাসচিব এবং পরবর্তীতে অপারগতায় অস্ট্রেলিয়ার গভর্নর জেনারেলকে দিয়ে স্মৃতিসৌধের উদ্ভোধন করানোর প্রচেস্টার ঘোষনা ইত্যাদি ইত্যাদি বুলি আওড়িয়ে যেমন বির্তকিত হয়েছে; তেমনি সিডনীর কিছু বাঙ্গালী লেখক, সাংবাদিক ও প্রচার মাধ্যম এর প্রশংসায়ও অতিরিক্ত পঞ্চমূখ হয়েছেন। কেউ কেউ আবার আবেগপ্রবন হয়ে বাংলাকেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে রূপায়িত করে ফেলেছেন। করবেই বা না কেন! একুশে একাডেমীর বর্তমান নেতৃবৃন্দ যেভাবে চারিদিক মাতিয়ে ফেলেছে, তাতে আবগপ্রবন বাঙ্গালীর মতিভ্রম হবারই কথা।

একটি কথা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, তাহলো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর পিছনে কাউকে জীবন উৎসর্গ করতে হয়নি বা বড় কোন ত্যাগও করতে হয়নি যা রয়েছে আমাদের 'শহীদ দিবস' এর পিছনে। মূলত: ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বরের আগে কেউ জানতও না যে একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হতে যাচ্ছে। তাহলে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মরনে একটি স্মৃতিসৌধের ধারনা পৃথিবীর আর কারো মাথায় না এসে একুশে একাডেমীর মাথায় কি করে এলো? তারা কি নিজেদেরকে দুনিয়ার ৬০০০ মাতৃভাষার উন্নয়নের কর্নধার মনে করছেন? না, আসলে 'স্ট্যানডবাজী' করে তড়িঘড়ি সুনাম অর্জনের একটি অসুস্থ মানসিকতা এর পিছনে কাজ করছে। মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন ছাড়া, একাডেমীর বর্তমান নেতৃত্বের অনেকেই অস্ট্রেলিয়াতে হুমকীর সম্মূখীন নিজের মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষার জন্য কোন কাজ করছেন না, এমনকি নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকেই বাংলা শিখানোর জন্য তেমন স্বচেস্ট না। তাহলে তারা অন্য ভাষার উন্নয়নের জন্য কিভাবে কাজ করবেন বা বাংলাকে অন্য ভাষাভাষীর মানুষের কাছে তুলে ধরবেন?

একুশে একাডেমীর পূর্বসূরী মিশুক প্রকাশনী এবং পরবর্তীতে একুশে বইমেলা পরিষদ বিগত বেশ কয়েক বছর যাবৎ এ্যাশফিল্ড পার্কে বইমেলার আয়োজন করে আসছে, উদ্দেশ্য ছিল বই পড়ার মাধ্যমে সিডনী প্রবাসী বাঙ্গালীদের সন্তানসন্ততিকে বাংলা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা। একুশে একাডেমী একুশে বইমেলার এই প্রাঙ্গনে বাঙ্গালীর মহান ভাষা আন্দোলনের একটি স্মৃতিস্তম্ভ তথা একুশে শহীদ মিনার বানাতে পারত। অবশ্য সেক্ষেত্রে তাদের পৃথিবীতে প্রথম হওয়ার সুযোগ থাকতো না এবং কফি আনান বা মাইকেল জেফ্রির সাথে যোগাযোগেরও অবকাশ থাকতো না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার একুশে একাডেমীকে ১২০০০ ডলার অনুদান দিয়েছে একুশে শহীদ মিনার নির্মানের জন্য, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ বানানোর জন্য নয়। তারা যে স্লোগানটি (Conserve Your Mother Language) নিজেদের বলে দাবী করে জাতিসংঘের সমতূল্য একটি সংগঠন হবার অলৌকিক স্বপ্ন দেখছেন, সেটি ইউনেস্কোর অন্যতম উদ্দেশ্য এবং কফি আনানের উচ্চারিত Conserve Your Language এরই পুনরাবৃত্তি। এই স্লোগানটি নিজেদের বলে দাবী করে একুশে একাডেমী একেবারেই অনৈতিক কাজ করেছে। এটি ব্যবহার করে তাদেরকে ইউনেস্কোর রেফারেন্স দেওয়া উচিৎ ছিল।

আমার এই লেখার মূখ্য উদ্দেশ্য আসলে আন্তর্জাতিক স্মৃতিসৌধ বা শহীদ মিনার ছিল না, মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল একুশে একাডেমীসহ সিডনীর সচেতন বাঙ্গালী সমাজ আমাদের মাতৃভাষা বাংলার বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য কি করছে সে বিষয়ে কিছু বলা। সিডনীতে বাংলা প্রসার কমিটি সহ অনেকগুলি কমিউনিটি বাংলা স্কুল অনেক বছর যাবৎ বাংলা না জানা বাঙ্গালী বংশোদ্ভূত ছেলেমেয়েদের বাংলা শিখানোর ব্যাপারে নিরলসভাবে প্রচেস্টা চালিয়ে আসছে। কমিউনিটির যথাযথ সমর্থনের অভাবে আজ এই সমস্ত স্কুল গুলির প্রায় সবই নিভু নিভু করে জ্বলছে। বাংলা প্রসার কমিটির কয়েক বছরের বিরামহিন প্রচেস্টায় ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে বাংলা শিক্ষার কোর্স চালু হয়েছে NSW হাই স্কুল সিস্টেমের Saturday School of Community Languages এ। প্রসার কমিটি এই স্কুলের জন্য ছাত্রছাত্রী সংগ্রহের নিমিত্তে বিগত বছরে কমিউনিটির বিভিন্ন মেলা, অনুষ্ঠান, ওয়েবসাইট এবং পত্রিকার মাধ্যমে কমিউনিটিতে ব্যপকভাবে আপিল এবং প্রচারনা চালিয়েছে। প্রসার কমিটি গত বছর ১৭ই সেপ্টেম্বর একুশে একাডেমী সহ কমিউনিটির সকল সংগঠন, লেখক, সাংবাদিক, প্রচার মাধ্যম সমুহকে একটি সভায় আহবান জানিয়েছিল এব্যাপারে তাদের সহযোগীতা চেয়ে। দুঃখের বিষয়, উক্ত সভায় উল্লেখিত কাউকেই দেখা যায়নি। এবছর Saturday School এর বাংলা ক্লাস শুরু হয়েছে মাত্র দুইজন ছাত্রী নিয়ে। যদিও প্রসার কমিটির দুই একজনের ব্যক্তিগত প্রচেস্টা এবং দায়িত্বশীল কিছু বাঙ্গালীদের সহায়তায় এই সংখ্যা এখন আট এ দাড়িয়েছে, হয়ত এইমাস বা আগামী মাসের মধ্যে এই তালিকায় আরো কয়েকজন যুক্ত হবে। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা ছিল ৩০জন ছাত্রছাত্রী যা ২০০৮ এ HSC তে সম্ভাব্য বাংলা চালুর ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এই যেখানে বাঙ্গালী কমিনিউটির মাতৃভাষা শিখার চালচিত্র, সেখানে একুশে একাডেমী ইউনেস্কোর ভুমিকায় নেমে পৃথিবীময় ৬০০ কোটি মানুষের মাতৃভাষার উন্নয়ন ও তাদের মাঝে বাংলার মর্যাদা ছড়িয়ে দেয়ার চেয়ে সিডনীর মাত্র ১৫০০০ বাঙ্গালীর মাঝে মাতৃভাষার আলো জ্বালিয়ে দেওয়াই কি উত্তম নয়? উল্লেখ্য, একুশে একাডেমী দুই বছর আগে এ্যাশফিল্ড লাইব্রেরীতে যে বাংলা স্কুলটি চালু করেছিল, সেটি বিগত

কয়েক মাস যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে, কবে চালু হবে তার কোন আভাষ নাই।

একুশে একাডেমী যে শুধুমাত্র নামের জন্যই এত বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে তার আর একটি প্রমান হলো, ১৯৯৬ সালে, আমি তখন এ্যাশফিল্ডে থাকি, আমরা 'সিডনী ইনার-ওয়েস্ট বাংলা স্কুল' নামে একটি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। আমি দুই বছর ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। এরপর আর একজনের সভাপতিত্বে স্কুলটি ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত চলে। আমি তখনও স্কুল কমিটির সদস্য। ১৯৯৯ সালের প্রথম দিকে ঐ ভদ্রলোক সিডনীর বাইরে চাকরী নিয়ে চলে যাওয়ায় আবারো আমাকেই স্কুলের দায়িত্ব নিতে হয়। ঐ বছরের শেষের দিকে আমি ম্যাক্কুয়ারী ফিল্ডসে চলে আসায় স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। একুশে একাডেমী এ্যাশফিল্ড লাইব্রেরীতে নতুন স্কুল চালু করার আগে আমি তাদের অনেককে বলেছিলাম স্কুলটি পূনরায় চালু করে একাডেমীর তত্ত্বাবধানে চালাতে। তারা আমার প্রস্তাবটি একেবারেই বিবেচনায় আনে নাই। কমন ওয়েলথ ব্যাংক এ্যাশফিল্ড শাখায় ঐ স্কুলের একাউন্টে এখনো প্রায় ২০০০ ডলার পড়ে আছে। আমার বদ্ধমূল ধারনা, যেহেতু স্কুলটি একটি স্বতন্ত্র নামে রেজিস্টার্ড এবং অন্য কারো দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেহেতু তারা আমার প্রস্তাবটি গোচর করে নাই। সেক্ষেত্রে তাদের ফলাওটা একটু কম হতো।

সিডনীর বাংলা শিক্ষা কার্যক্রমে বাংলা প্রসার কমিটি ও অন্যান্য বাংলা স্কুল গুলি শুধু একুশে একাডেমীরই নয়, সিডনীর অনেক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বা ব্যক্তিত্বদেরও সহযোগীতা পাচ্ছে না, হোক না সে দেশপ্রেমিক সাংস্কৃতিক সংগঠক অথবা বৈশাখী মেলার আয়োজক খাঁটি বাঙ্গালীর দাবীদার বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক। যদিও বৈশাখী মেলা ও বই মেলায় বাংলা প্রসার কমিটিকে তার কার্যক্রম নিয়ে দুই একবার কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তা ঐ পর্যন্তই। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, এপর্যন্ত সিডনীর বাঙ্গালী সভা-সমাবেশে যত অবাঙ্গালী গন্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রন জানানো হয়েছে, তারা সবাই এই একটি বিষয়ে অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা, চর্চা ও বিকাশের মাধ্যমে এর নান্দনিক দিকগুলি অস্ট্রেলিয়ার বহুসাংস্কৃতিক সমাজে যুক্ত করানোর জন্য কমিউনিটির সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানিয়েছে। কিন্তু কে শুনে কার কথা। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।

পরিশেষে, এইটুকু বলতে চাই, অস্ট্রেলিয়ার এই ভিন্ন পরিমন্ডলে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সার্বিকভাবে বাঙ্গালী বানাতে চাই না, সেটা সম্ভবও নয়। ওরা অস্ট্রেলিয়ানই থাকবে। তবে বাংলা শিক্ষার মাধ্যমে ওদের অস্তিত্বের সাথে পরিচিত ও সংযুক্ত রাখার ব্যাপারে চেস্টা চালাতে পারি। তাতে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস দুই এরই উদ্দেশ্য সফল হবে। সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে এই প্রচেস্টার কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা নিলে খুব সহজেই এই দুরহ কাজটির সাফল্য আসতে পারে, যার প্রমান আমরা দেখতে পারি গ্রীক, চাইনিজ, ইটালিয়ান, তামিল সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে। আশা করি, একুশে একাডেমী সহ সিডনীর সকল বাঙ্গালী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠন, প্রচার মাধ্যম ও অন্যান্য স্বচেতন মহল এব্যাপারে এগিয়ে আসবেন এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সঠিক ধারায় কাজ করবেন।